নামকরণে প্রতিমাপূজা

(Idolatry in Naming)

আদিপুস্তক ২৯ অধ্যায় ৩১-৩৫ পদ

যাকোব রূপবতী ও সুন্দরী রাহেলকে ভালোবাসত, তাই সে রাহেলকে বিয়ে করার জন্য ৭ বৎসর ধরে তার মামা লাবনের দাস্যকর্ম করেছিল। কিন্তু তার মামা যাকোবকে প্রবঞ্চিত করে, রাহেলের পরিবর্তে মৃদুলোচনা (দুর্বল চক্ষু) লেয়ার সঙ্গে যাকোবের বিয়ে দেয়। অবশেষে যাকোব যখন উপলব্ধি করে যে, তাকে ঠকানো হয়েছে, তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মামা লাবন আরও ৭ বৎসরের দাস্যকর্মের বিনিময়ে রাহেলের সঙ্গে যাকোবের বিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ, যাকোব দুই স্ত্রীর স্বামী হয়। কিন্তু দুই স্ত্রীর স্বামী হয়ে, তাদের প্রতি যাকোবের ব্যবহার কেমন ছিল? ৩০ পদে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে: ***"তখন যাকোব রাহেলের কাছেও গমন করল, এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে বেশি ভালোবাসল।"*** যাকোবের এই পক্ষপাতিত্বের পরিণাম কী হয়েছিল, তা আমরা আজ দেখব।

আদিপুস্তক ২৯:৩১-৩৫ পদের বিষয়বস্তু হল: যাকোবের ভালোবাসার পত্নী রাহেলকে ঈশ্বর মা হতে দেননি, কিন্তু লেয়ার গর্ভে ঈশ্বর যাকোবের ৪ ছেলেকে জন্ম দিয়েছেন। আর নিজের মানসিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে লেয়া তার সেই ৪ পুত্রের নামকরণ করেছে। আজ আমরা লেয়ার সেই ৪ পুত্রের নামকরণের মাধ্যমে, লেয়ার হৃদয়কে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব এবং লেয়ার মাধ্যমে আমরা নিজেদের হৃদয়েরও সমীক্ষা করব।

ক। নামকরণের গুরুত্ব: আমাদের দেশ ও সংস্কৃতিতে আমরা যখন আমাদের সন্তানদের কী নাম দেব, সে বিষয়ে চিন্তা করি, তখন কি আমরা সেই নামের অর্থকে তেমন গুরুত্ব দিই? সাধারণত, বহুল প্রচলিত নামের প্রতিই আমাদের বেশি ঝোঁক থাকে। কিংবা যে সমস্ত নাম আমাদের কানে শুনতে ভালো লাগে, অথবা যে সমস্ত নামে আমাদের প্রিয় গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বা খোলোয়াররা পরিচিত, আমরা তাদের অনুকরণেই আমাদের সন্তানদের নাম রেখে থাকি। তাই, তাদের সেই সমস্ত নামের সঙ্গে তাদের বৈশিষ্ট্যের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সে বিষয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। তাই আমরা কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' রাখি, সদ্যজাত শিশুকে শিশুকে 'বুড়ো' নামেও ডাকি। আবার দুঃখের বিষয় হল, আমরা অন্য ধর্মের দেব-দেবীর নামে পর্যন্ত আমাদের খ্রীস্টীয় পরিবারের সন্তানদের নাম রাখি (লক্ষী, হরি, ইন্দ্র, ইত্যাদি)।

কিন্তু আদিপুস্তকে আমরা যে সমস্ত নাম দেখতে পাই, সেই সমস্ত নামের অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইব্রীয়দের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ জড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, হাগার যখন তার গৃহকর্ত্রী সারার দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সদাপ্রভুর দূত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, সদাপ্রভু তার দুঃখ শুনেছেন। তাই হাগারের গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে, তার নাম **ইশ্মায়েল** রাখতে বলা হয়েছে (আদি ১৬:১১): ইশ্মায়েল নামের অর্থ "ঈশ্বর *(El)* শোনেন *(shama)*।" আবার, যে আদমকে ঈশ্বর মাটি থেকে তৈরী করেছিলেন, সেই আদমের নাম *(adam)* ও হিব্রু ভাষায় মাটি *(adamah)* সমুচ্চারিত। তাই, ইব্রীয় সন্তানদের নাম, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের জন্মের সময় পরিবেশ বা পরিস্থিতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই কারণে, লেয়া ও রাহেলের দ্বারা যাকোবের ১২ ছেলের নামকরণের মধ্যেও তাদের হৃদয়ের চিন্তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

স্বামীর মনোযোগ ও অনুরাগের অধিকারী হতে নাছোড়বান্দা এই দুই স্ত্রী একে অন্যের বিরুদ্ধে যে ক্ষমতার-লড়াই বা অস্ত্র-প্রতিযোগিতা চালিয়েছে, তা তাদের সন্তানদের নামকরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। যাকোবের সন্তানের মা হবার মাধ্যমে তারা তাদের জীবনের সুরক্ষা ও সম্মান অর্জন করতে চেয়েছে। কারণ, সেই সমাজে একজন নারী কতজন পুত্রকে জন্ম দিয়েছে, তার দ্বারা সেই নারীর মূল্য নির্ধারিত হত। এখন, লেয়া ও রাহেলের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, তাদের স্বামী যাকোব অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ধারক ও বাহক (আদি ২৮:৪)। যার অর্থ, যাকোবের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বংশধরদের মধ্য থেকেই আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে উল্লেখিত ঈশ্বরের আদি-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে চলেছে: সর্পের মস্তক চূর্ণকারী মশীহের আগমন ঘটতে চলেছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধকারী দুই বোনের মধ্যে কে আগত মশীহের মা হবে? এর আগে এষৌ ও যাকোবের মধ্যে আমরা যে দ্বন্দ্ব দেখেছি, এখানে লেয়া ও রাহেলের মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি।

খ। অবজ্ঞাতা লেয়ার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ: ৩১ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে সদাপ্রভু লেয়াকে অবজ্ঞাতা দেখে তার গর্ভ মুক্ত করলেন, কিন্তু রাহেল বন্ধ্যা হল।"*** এই পদে লেয়ার প্রতি 'অবজ্ঞাকে' প্রকাশ করার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা লেয়ার প্রতি যাকোবের কেবল আবেগবশত ঘৃণা নয়, কিন্তু যাকোবের পরিবারে লেয়ার অবস্থান সম্বন্ধে নিরাপত্তাহীনতাও প্রকাশ পেয়েছে। যাকোব যদিও লেয়াকে বিয়ে করেছে, কিন্তু সেই বিয়ে ভালোবাসার পরিণাম নয়, লাবনের প্রতারণার ফল। এখন, এমন পরিস্থিতিতে, সেই সমাজে লেয়ার মতো স্ত্রী সহজেই দূরীকৃত, অত্যাচারিত ও বিবাহ-বিচ্ছেদের বলি হতে পারত। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। কারণ, তাকে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা যাকোবের ছিল না। লেয়া দেখতে কুৎসিত না হলেও, রাহেলের ন্যায় আকর্ষণীয় ছিল না। লাবনের দ্বারা প্রতারিত হয়ে যাকোব লেয়াকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। এমন বিবাহে লেয়ার মানসিক শান্তি বা নিরাপত্তা আশা করা খুব কঠিন। আবার, লেয়া যদি যাকোবের একমাত্র স্ত্রী হত, তাহলে হয়ত কিছু কাল পরে তাদের মধ্যে মিটমাট হলেও হতে পারত। কিন্তু সেই পরিবারে লেয়ার অবস্থান আরও জটিল হয়েছিল, যখন লাবন আগামী ৭ বৎসরের দাস্যকর্মের অগ্রিম বেতন হিসাবে রাহেলকেও যাকোবের সঙ্গে বিয়ে দেয় (২৭ পদ)। ফলস্বরূপ, এর আগে যাকোব তার পিতার গৃহে যে পারিবারিক সংগ্রাম ও দুই-ভাইয়ে লড়াই চালিয়েছে, এখন থেকে তা সে নিজের পরিবারে তার দুই স্ত্রীর মধ্যে দেখতে চলেছে। এমন পরিস্থিতির যে পরিণাম সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে, তা হল, দুঃখ ও চোখের জল। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, লেয়াকেই সবথেকে বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

কিন্তু লেয়ার মতো যারা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছে, তাদের প্রতি আমাদের ঈশ্বরের বিশেষ আগ্রহ আমরা দেখতে পাই। এখন তাদের সেই কঠিন পরিস্থিতির জন্য তারা নিজেরা দায়ী কি না, তা কিন্তু ঈশ্বর দেখেন না। এর আগে আদি ১৬ অধ্যায়ে, আমরা হাগারকে দেখেছি। তার সেই পরিস্থিতির জন্য হাগার অবশ্যই নিজে দায়ী ছিল, যেহেতু সে গর্ভবতী হবার পর তার গৃহকর্ত্রী সারাকে তুচ্ছজ্ঞান করতে শুরু করেছিল (১৬:৪-৫)। কেবল তাই নয়, সারার দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পরিবার ত্যাগ করে পালাতে সে কোনরূপ দ্বিধা করেনি (তার কাছে সেই প্রতিজ্ঞার কোনও মূল্যই ছিল না)। তার নিজের আচরণই তাকে এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছিল, তার জন্য সে নিজেই দায়ী ছিল। তথাপি, ঈশ্বর তার সেই কঠিন পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দেন ও তার দুঃখ শোনেন (১৬:১১)। ঠিক একই ভাবে, যে প্রতারণার ফলস্বরূপ যাকোব লেয়াকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই প্রতারণায় লেয়ারও সক্রিয় অংশ ছিল; তার নিজের দায়কে সে এড়াতে পারে না। আমাদের ঈশ্বর এ বিষয় সব জেনেও, লেয়ার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, আর তাই তিনি তার গর্ভ প্রথমে মুক্ত করেছিলেন, সে গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করেছিল (৩১-৩২ পদ)।

একই ভাবে, আমরা সকলেই তাঁর বিচার ভোগ করতে বাধ্য হলেও, তিনি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন। এমনকী, আমদের দুঃখময় পরিস্থিতির জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, তথাপি তথাপি তিনি আমাদের তত্ত্বাবধান করেছেন। যদিও আমরা ঈশ্বরের কাছে বিশাল অঙ্কের ঋণী, তথাপি তিনি আমাদের ঋণ মকুব করতে আগ্রহী (মথি ১৮:২১-৩৫)। কিন্তু আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এমন আচরণ উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আমরা আমাদের ঋণীদের প্রতি করণা প্রদর্শন করতে রাজি নই। নিজেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা গ্রহণ করব, কিন্তু সেই ক্ষমা অন্যদের প্রতি বাড়িয়ে দিতে আমরা নারাজ। একই ভাবে, কাকে মণ্ডলীর সাহায্য করা উচিৎ প্রশ্নেও আমরা ''যোগ্য দরিদ্র'' (বিধবা, অনাথ, অত্যাচারিত) ও ''অযোগ্য দরিদ্রের'' (ড্রাগের নেশাগ্রস্ত, মদ্যপ, জুয়ারী) মধ্যে পার্থক্য তৈরী করি। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর ঈশ্বর আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করেন না। সুসমাচারের আহ্বান আমাদের প্রত্যেকের কাছে উপস্থিত হয়, যদিও আমাদের মধ্যে কেউই তা পেতে নিজেদের যোগ্যতা দাবি করতে পারি না। আমাদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যোগ্যতা বা দায়িত্বশীলতা মেপে তিনি আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ করেন না। পরিবর্তে তাঁর বাক্য বলে, ***"তিনি ভালো মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য উদিত করেন, এবং ধার্মিক ও অধার্মিকদের উপরে জল বর্ষান"*** (মথি ৫:৪৪)। তবে এ কথা সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে আমাদের সাহায্য দূরে রাখার প্রয়োজন আছে, যখন আমাদের সাহায্য তাদেরকে পাপপথে ও কুঅভ্যাসে পরিচালিত করে। *[*হিতোপদেশ পুস্তকে আমাদের দারিদ্রের জন্য বিভিন্ন কারণের কথা বলা হয়েছে: **অলসতা** (৬:১০-১১), **পরিশ্রমের পরিবর্তে ওষ্ঠের বাচালতা** (১৪:২৩), **আমোদপ্রিয়তা** (২১:১৭), **দরিদ্রদের প্রতি অত্যাচার** (২২:১৬), **কৃপণতা** (২৮:২২), ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্যক্তির দারিদ্রের মূল কারণ তাদের না জানিয়ে, আমরা যদি তাদের সাহায্য করি, তাহলে তা প্রকৃত সাহায্য হবে না*]*। তথাপি, তাদের যোগ্যতা বিচার না করে, আমরা যেন সর্বদা আমাদের সমাজের হারিয়ে যাওয়া, চূড়ান্ত ও ক্ষুদ্রতমদের *(last, least and lost)* প্রতি সাহায্যের হাতকে কখনও খাটো না করি। এর দ্বারাই আমরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার প্রকৃত সন্তান হয়ে থাকি (মথি ৫:৪৩-৪৮)।

গ। লেয়ার প্রতিমাপূজা: প্রথম সন্তান, রূবেণের জন্ম হবার পর, লেয়া ভেবেছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী বোনের বিরুদ্ধে সে তার পায়ের তলার মাটি পেয়েছে। হাগারের মতো, ঈশ্বর যখন লেয়ার কষ্ট দেখলেন, তখন তার ফলস্বরূপ লেয়া একটি পুত্রের মা হল। রূবেণ নামের অর্থ, ***'দেখ, একটি পুত্র!'*** ছেলেকে এমন নাম দেবার দ্বারা স্বামীর কাছ থেকে মনোযোগ পেতে লেয়ার মরিয়া কান্না ফুটে উঠেছে: ***"আমাকে দেখ!"*** তাই, ৩২ পদে বলা হয়েছে, ***"সে বলল, সদাপ্রভু আমার দুঃখ দেখেছেন, <u>এখন আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসবেন</u>।"*** এই কথার মধ্যে আমরা লেয়ার ব্যথাকে স্পষ্ট শুনতে পাই। আবার লেয়ার এই কথার মধ্যে আমরা লেয়ার প্রতিমাপূজাকেও দেখতে পাই। সদাপ্রভুর নাম মুখে নিলেও, লেয়ার মন্তব্য যে সত্যকে প্রকাশ করেছে, তা হল, সদাপ্রভু নন, কিন্তু নিজের স্বামীর অনুমোদন লাভের মধ্যে লেয়া তার জীবনের প্রকৃত অর্থকে খুঁজেছে। যদি তার স্বামী তাকে অনুমোদন না করে, তাহলে সদাপ্রভুর দ্বারা তার দুঃখ দেখা ও তার প্রার্থনার উত্তর দানে কোনও লাভ নেই। অর্থাৎ, নিজের চিন্তায় জীবনের প্রকৃত অর্থ লাভে, তথা স্বামীর মনোযোগ লাভে, লেয়া ঈশ্বরকে একটি উপায় হিসাবে দেখেছে; তাঁতেই যে জীবনের প্রকৃত অর্থ নিহীত এবং তিনিই যে জীবনের প্রকৃত অর্থ যুগিয়ে থাকেন, তা লেয়া অস্বীকার করেছে।

আর এটাই হল প্রতিমাপূজার মূল বিষয়: **জীবিত ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি বা বিষয় যখন আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে**। আরাধনাকারী জীব হিসাবে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল; ফলস্বরূপ, আমাদের অস্তিত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নয়, কিন্তু আমাদের বাইরে থেকে আসতে বাধ্য। তাই, আমরা সর্বদা অন্য কোনও ব্যক্তি বা বিষয়ের মধ্যে আমাদের পরিচয় অথবা আত্ম-মর্যাদা পেতে চাই। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের পেছন দেখাই, আর আমাদের জীবনে তাঁর শূন্যস্থান অন্য ব্যক্তি বা বিষয়ের দ্বারা পূর্ণ করি। এখন, **বাইবেলের ঈশ্বরের বদলে আমরা যা পেতে চাই**, কিংবা **বাইবেলের ঈশ্বরের পাশাপাশি আমরা যা পেতে চাই**, **তাই-ই হল আমাদের প্রতিমা**। আমাদের জন্য তা সুস্বাস্থ্য, আরাম, সম্পত্তি, নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা, কারুর মনোযোগ, ও এই ধরণের বিভিন্ন বিষয় হতে পারে। তা যাই হোক না কেন, তা যদি আমাদের জীবনে বাইবেলের ঈশ্বরের পরিবর্ত হয়, কিংবা তাঁর পাশাপাশি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তা আমাদের জীবনে প্রতিমা। কিন্তু আমরা ধর্মীয় জীবন যাপন করি, ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলি; আসলে আমাদের এই সমস্ত প্রতিমাকে সন্তুষ্ট করতে আমরা ঈশ্বরকে একটি উপায় হিসাবে ব্যবহার করি। আমাদের জীবনে বাইবেলের ঈশ্বর প্রকৃত ঈশ্বর নন, এই সমস্ত ব্যক্তি বা বিষয় বা ইচ্ছাই হল প্রকৃত ঈশ্বর। কিন্তু সত্য হল, যে লক্ষ্য অর্জন করতে আমরা এই সমস্ত প্রতিমার পেছনে দৌড়াই, তা আমরা কখনও লাভ করতে পারি না; যেহেতু পূর্ণমাত্রায় জীবনের অধিকার কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক দ্বারাই লাভ করা সম্ভব (গীত ২৭:৪-৫)।

তার ২য় ও ৩য় পুত্রের নামকরণেও লেয়ার মধ্যে প্রতিমাপূজার এই মনোভাব একই ভাবে কাজ করেছে। ২য় পুত্রের নাম ***"শিমিয়ন"*** রাখা হয়েছে, যার অর্থ ***'শ্রবণ,'*** এমন নাম রাখার পেছনে যে কারণ কাজ করেছে, তা লেয়া নিজে বলেছে, ***"সদাপ্রভু শুনেছেন যে, <u>আমি ঘৃণার পাত্রী</u>"*** (৩৩ পদ)। এই কথা থেকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

স্পষ্ট যে, সদাপ্রভু তার কষ্ট দেখলে বা শুনলেও কোনও লাভ নেই, যদি না তার স্বামী তার কষ্ট দেখে ও শোনে। একই ভাবে, ৩য় পুত্রের নাম *"লেবি"* রাখা হয়েছে, যার অর্থ *'আসক্ত'* আর তার জন্মের পর লেয়া লেয়া এমন কথা বলেছে, *"এবার আমার স্বামী আমাতে আসক্ত হবে, কারণ আমি তার জন্য ৩ পুত্র প্রসব করেছি"* (৩৪ পদ)। এই নামেরও মাধ্যমে প্রভুর সঙ্গে আসক্ত হওয়া নয়, স্বামীর সঙ্গে আসক্ত হবার গভীর ইচ্ছা লেয়া প্রকাশ করেছে। এইভাবে একদিকে, তার প্রতি ঈশ্বরের সুনজরকে লেয়া অবধারিত জ্ঞান করেছে; আর অন্যদিকে, স্বামীর মনোযোগ পেতে সে মরিয়া হয়েছে। কিন্তু এইভাবে সে যখন তার প্রতি তার স্বামীর মনোযোগকে তার জীবনে প্রতিমা করেছে, সে তার সেই প্রতিমাকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। লেয়ার প্রতি তার স্বামীর ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

আর এইভাবে যখন আমাদের লক্ষ্য অপূর্ণ থেকে যায়, তখন তা অনেক সময় আমাদের জীবনের গোপন গোপন দুর্গম স্থানকে চিনে নিতে আমাদের সাহায্য করে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা চাই, তা লাভ করি; ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপরে আমাদের প্রতিমার রাজত্বকারী ক্ষমতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। যদিও আমাদের জীবনের কেন্দ্রে কোনও গৌণ বিষয় ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে, তথাপি আমরা তাকে সমস্যা বলে উপলব্ধি করতে পারি না। যতদিন আমরা **সুস্বাস্থের** অধিকারী থাকি, ততদিন আমরা আমাদের আত্ম-মর্যাদার গুরুত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করি না। যতদিন আমরা **অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ** অনুভব করি, ততদিন অর্থের উপর আমাদের আস্থা ও নির্ভরতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। যতদিন আমাদের **সৌন্দর্য** থাকে, ততদিন আমরা আমাদের সৌন্দর্যকে কত বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, তা উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের **ক্ষুধার্ত প্রতিমাদের** প্রতি আমরা যতদিন আমাদের **নৈবেদ্য উৎসর্গ** করতে পারি, পারি, ততদিন তারা আমাদের প্রতি হাসিমুখে দেখে ও আমাদের আশীর্বাদ করে, আর আমরা আনন্দে কাটাই। কিন্তু আমরা যখন আমাদের প্রতিমাদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হই, তখন পরিস্থিতি জঘন্য আকার নেয়। আমরা যখন আর স্বাস্থ্যবান, বিত্তবান ও সৌন্দর্যবান থাকি না, কিংবা আমাদের উন্নতির পথে ডিগবাজি খাই, তখনই আমাদের প্রতিমা আমাদের অভিশাপ দিতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, আমাদের জীবন ভয়, রাগ ও নিরাশায় পূর্ণ হয়। কিন্তু একই সঙ্গে তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, ঐ সমস্ত প্রতিমা আমাদের জীবনের কত গভীরে ঘাঁটি গেড়েছিল ও আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছিল। আমরা যখন নিজেদের সন্দেহ করতে শুরু করি, কিংবা আমরা যখন গভীর নিরাশাগ্রস্ত হই, তখন আমাদের জ্ঞান ফেরে, আমাদের হৃদয়ের সঠিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম হই।

এইভাবে, আমাদের জীবনের **নেতিবাচক আবেগসমূহের সঠিক মূল্যায়নের** দ্বারা আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রতিমাকে চিনতে পারি। কিসের দ্বারা আমরা **সবথেকে বেশি চিন্তাগ্রস্ত হই?** কিসের দ্বারা আমরা **সবথেকে বেশি রেগে যাই?** কোন পরিস্থিতিতে আমরা **নিরাশাগ্রস্ত হই?** ঐ সমস্ত বিষয়ে একটু খনন কাজ চালালেই আমরা আমাদের প্রতিমাকে সহজে দেখতে পাই। **যাকে হারাবার কারণে অথবা যাকে হারাবার ভয়ে আমরা সবথেকে বেশি চিন্তাগ্রস্ত হই, তাই-ই হল আমাদের জীবনে প্রতিমা।** তাই, সেই সমস্ত নেতিবাচক অভিজ্ঞতা আমাদের প্রতিমাকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে থাকে।

হতে পারে, লেয়া তার ৪র্থ সন্তানের জন্মের পূর্বে এমন নেতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। ৩য় সন্তানের মা হবার পরেও যখন স্বামীর মনোযোগ লাভের লক্ষ্য অপূর্ণ থেকে গেছিল, তখন হয়ত লেয়া উপলব্ধি করেছিল যে, স্বামীর মনোযোগ লাভই হল সেই প্রতিমা, যা তার জীবনে প্রকৃত ঈশ্বরের স্থানকে প্রতিস্থাপিত করেছে। তাই, হয়ত লেয়া তার প্রতিমাকে ত্যাগ করে প্রকৃত ঈশ্বরকে নিজের জীবনের কেন্দ্রে লাভ করেছিল। তাই, তার ৪র্থ পুত্রের নামকরণে স্বামীর মনোযোগ পাবার ইচ্ছার পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে আমরা তাকে দেখি। ৪র্থ ছেলে নাম *"যিহূদা"* রাখা হয়েছে, যার অর্থ *'স্তব/প্রশংসা'*। এই নাম রাখার পর লেয়া এমন কথা বলেছে, *"এবার আমি সদাপ্রভুর স্তব/প্রশংসা করি"* (৩৫ পদ)। লেয়ার এই কথা থেকে ধরা যেতে পারে, তার অনুরাগের পাত্র আর তার স্বামী নয়, কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর। আমার আপনার জীবনের প্রতিমাকে কি আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি? সেই প্রতিমাকে দূর করে ঈশ্বর কি আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান হয়েছেন?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com